গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

(২০১৬ পর্যন্ত সংশোধিত)

মুদ্রণ
এপ্রিল ২০১৬

স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

(২০১৬ পর্যন্ত সংশোধিত)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মুদ্রণ
এপ্রিল ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
প্রশাসনিক উন্নয়ন শাখা
www.cabinet.gov.bd

নং-০৪.০০.০০০০.৭১২.২৩.০০২.১৫-৪০ তারিখঃ ১৭ চৈত্র, ১৪২২/৩১ মার্চ, ২০১৬

বিষয়ঃ **স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নির্দেশাবলি।**

কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাকে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সরকার স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করিতে পারেনঃ

১.০১ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ।
১.০২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।
১.০৩ চিকিৎসাবিদ্যা।
১.০৪ শিক্ষা।
১.০৫ সাহিত্য।
১.০৬ সংস্কৃতি।
১.০৭ ক্রীড়া।
১.০৮ পল্লী উন্নয়ন।
১.০৯ সমাজসেবা/জনসেবা।
১.১০ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।
১.১১ জনপ্রশাসন।
১.১২ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ।
১.১৩ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন ক্ষেত্র।

২। বিদ্যমান নির্দেশাবলিতে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ অনুযায়ী প্রাথমিক মনোনয়ন প্রস্তাব আহবান করা হইবে। তবে, স্বাধীনতা পুরস্কার দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিধায় এই পুরস্কারের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রার্থী নির্বাচনকালে দেশ ও মানুষের কল্যাণে অসাধারণ অবদান রাখিয়াছেন, এমন সীমিত সংখ্যক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকেই বিবেচনা করা হইবে। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক জীবনের কৃতিত্ব (lifetime achievement) সবচাইতে বেশি গুরুত্ব পাইবে।

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা পোষণ করিলে কোন বৎসর এই পুরস্কার প্রদানের সংখ্যা বা ক্ষেত্রের হ্রাস বা বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। পুরস্কারের সংখ্যা সাধারণভাবে কোন বৎসরে ১০ (দশ)-এর অধিক হইবে না এবং কেবল বাংলাদেশের নাগরিকগণ কিংবা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহ স্বাধীনতা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হইবেন/হইবে।

৪। স্বাধীনতা পুরস্কার হিসাবে ১৮ (আঠার) ক্যারেট মানের ৫০ (পঞ্চাশ) গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক, পদকের একটি রেপ্লিকা, ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা ও একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করা হইবে। পুরস্কার প্রাপকদেরকে দেয় সম্মাননাপত্র সংলাগ 'গ' নমুনানুসারে হইবে।

৫। পুরস্কারের জন্য মনোনীত কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে বা নির্দিষ্ট তারিখে পুরস্কার গ্রহণ করিবেন/করিবে মর্মে কোন সুনিশ্চিত সম্মতি পাওয়া না গেলে নির্বাচিত ব্যক্তি/গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম পুরস্কারপ্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না। অর্থাৎ তাঁহার/তাহাদের নাম পুরস্কারপ্রাপ্ত হিসাবে ঘোষণা করা হইবে না।

৬। কোন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মৃত ব্যক্তিকে চূড়ান্তভাবে (মরণোত্তর) মনোনীত করা হইলে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কার গ্রহণের জন্য যদি তাঁহার যথাযথ উত্তরাধিকারী খুঁজিয়া পাওয়া না যায় সেই ক্ষেত্রে ঘোষিত পুরস্কারটি সংরক্ষণের জন্য সাধারণভাবে জাতীয় যাদুঘরে প্রেরণ করা হইবে। তবে, কোন সময় পুরস্কারপ্রাপ্ত মৃত ব্যক্তির সহিত ব্যক্তিগতভাবে বা পেশাগতভাবে সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থা উপযুক্ত বিবেচিত হইলে ঘোষিত পুরস্কার এবং পুরস্কারের পদক, অর্থ ও সম্মাননাপত্র সেই প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে প্রদান করা যাইবে। প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রধান কিংবা উহার মনোনীত প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া পুরস্কার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৭। স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবেঃ

৭.০১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পরবর্তী বৎসরের স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব আহবান করিয়া সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ইতঃপূর্বে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার/স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তদের নিকট পত্র প্রেরণ করিবে।

৭.০২ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিজ নিজ কার্যসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পুরস্কারের জন্য এবং ইতঃপূর্বে স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার/স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্তগণ নির্ধারিত যে কোন ক্ষেত্রে পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব করিতে পারিবে/পারিবেন।

৭.০৩ পুরস্কারের জন্য প্রস্তাব ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংলাগ-'ক' এবং প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ক্ষেত্রে সংলাগ-'খ'-তে প্রদত্ত ছক অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া প্রতিটি প্রস্তাবের ৩০ (ত্রিশ) প্রস্থ অনুলিপি নভেম্বর মাসের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পৌঁছাইতে হইবে।